দৈনিক ইত্তেফাক

167

তারিখ ... JUN. 16 1999
পৃষ্ঠা 29 কলাম 2

২টি থানার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাতানো লেখাপড়া ?

মৌলভীবাজর সংবাদদাতা ॥ কুলাউড়া ও বড়লেখা থানার কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিকল্পিত ও সাজানো লেখা-পড়া চলিতেছে। এইসব বিদ্যালয়ের সব কয়টির খাতা-পত্রে গোঁজামিলে ছড়াছড়ি। কোন বিদ্যালয়ই সঠিক জরিপ ও সঠিক করিয়া পড়ার হিসাব দেখাইতে পারে নাই। কুলাউড়া থানার আসিফ সিংহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী কখন ও দেখানো হইয়াছে ৪১৯ আবার কখনও দেখানো হইয়াছে ৩০৯। এই বিদ্যালয়ে প্রকৃত অধ্যায়নরত ও প্রকৃত ঝরিয়াপড়া ছাত্র-ছাত্রীর কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে, স্কুলে রক্ষিত খাতা-পত্রে ১১৩ জনের ঝরিয়াপড়ার একটি হিসাব আছে। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শামীম আরা বেগম বলেন যে, এই ১১৩ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছে। স্কুলের নিজস্ব কোন টিউবওয়েল নাই। পাশের একটি হাইস্কুলের টিউবওয়েল ব্যবহার করা হয়। স্কুলে কোন মনিটরিং বোর্ড নাই। গত ঝড়ে স্কুলের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। স্কুলটির মোট ৩০ শতক ভূমির মধ্যে ১২ শতকের উপর বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হইয়াছে। বাকী ১৮ শতক ভূমির ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা কোন কিছু জনেন না। বাকী ভূমির ব্যাপারে স্কুলের সহ-সভাপতি মোঃ আনোয়ার মিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিষয়টি এড়াইয়া যান। গত ১ লা জুন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার স্কুলটি অসম্পূর্ণ ভাবে পরিদর্শন-করিয়া চালিয়া যান। স্কুলের এইসব সমস্যার ব্যাপারে তাহার কোন মন্তব্য নাই। বড়লেখা দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই অবস্থা। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কখনও দেখানো হইয়াছে ৫৬৪ জন আবার কখনও দেখানো হইয়াছে ৪৯৮ জন। প্রকৃত অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী ঠিক কতজন তাহা বলা মুশকিল। তবে, ৪ জনকে ঝরিয়াপড়া দেখানো হইয়াছে। এই স্কুলটি শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় থাকায় ছাত্র/ছাত্রী সবসময় ঠাসা থাকে। কিনতু প্রকৃত ভাবে কোন লেখা-পড়া হয় না। এই স্কুলে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক আছে ৬ জন। বড়লেখা গাংকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী ৪৯৯ জন। তম্মধ্যে ছাত্র ২২৬ ও ছাত্রী ২৭৩ জন। জরিপের হিসাবে আছে ৪৯৬ জন। এই স্কুলে আগত দেখানো হইয়াছে ৩ জন। বর্তমানে স্কুলে কর্মরত শিক্ষক আছে ৫ জন। স্কুলে কোন মনিটরিং বোর্ড ব্যবহার করা হয় নাই। এই স্কুলটিও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায়। খাদ্য কর্মসূচীর আওতামুক্ত ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীর একজন ছাত্রী তাহার নিজ নাম-ঠিকানা লিখিতে পারে না। থানার নয়াগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সম্প্রতি নূতন ভবনে স্থানান্তরিত করা হইলে পুরাতন গৃহটি নিলামের কোন ব্যবস্থা না করিয়া স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তাহার বাড়ীতে নিয়া যায়। সভাপতি প্রভাবশালী লোক থাকায় কেহ কোন কিছু বলার সাহস করে না। জানা গিয়াছে যে, সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক পরস্পর পরস্পরের ভাই হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে এইসব স্কুলে একটা পাতানো লেখা-পড়া চলিতেছে।